তারিখ ... 11 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

নারী শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত নারী সমাজ গঠন করে উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করতে পারলে তারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নারীরা আজ পিছিয়ে নেই। নারীদের খাটো করে দেখার কোনো অবকাশও নেই

নারী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ

মিজানুর রহমান

রাজাপুর বেগম আনোয়ারা গার্লস কলেজ। ঢাকার ধামরাই উপজেলার একমাত্র মহিলা কলেজ। মাত্র তিন বছর আগে রাজাপুরের সফল ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী, মেঘনা ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আলীম খান সেলিম তার মায়ের নামে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল রাজাপুর ঝিলের মাঝে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র তিন বছরেই সরকার ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কলেজটির অভাবনীয় উন্নয়নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠাতা সেলিম।

উন্মুক্ত মনোরম ক্যাম্পাস, অত্যাধুনিক ভবন, নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা, বিনা বেতনে অধ্যয়ন, বিনামূল্যে ড্রেস ও বইসহ শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উদ্দীপনা পুরস্কার হিসেবে গোল্ড মেডেল দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই কলেজে। বলা যায়, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পাঠ্যবইসহ শিক্ষা সহায়ক ও জ্ঞানবর্ধক পুস্তকের প্রাচুর্য রয়েছে কলেজ গ্রন্থাগারে। গল্প-গুজব কিংবা অযথা সময় নষ্ট না করে ক্লাস শুরুর আগে-পরে এবং ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে বসে যায় গ্রন্থাগারে। জানা যায়, প্রায় চার হাজার বই দিয়ে গ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু। অর্ধশত শিক্ষার্থীর একসাথে বসে পড়ার সুযোগ রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। একেবারে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের শিক্ষার এমন পরিবেশ অকল্পনীয়ই বটে। নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্যই শিক্ষানুরাগী সেলিমের এ প্রয়াস।

কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আলীম খান সেলিম বলেন, 'নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত নারী সমাজ গঠন করে উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করতে পারলে তারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নারীরা আজ পিছিয়ে নেই। নারীদের খাটো করে দেখার কোনো অবকাশও নেই। এলাকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য খুব শিগ্রই এ কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করার ইচ্ছে আছে। আশাকরি সরকার ও সকলের সহযোগিতায় সফলকাম হবো।'

ওই কলেজের অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক বললেন, এটি একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এলাকায় নারী শিক্ষা বিস্তারে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং ভবিষ্যতে রাখবে।

ওই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক শারমীন নাহার বলেন, এখানে শিক্ষকতা করে আমি গর্বিত। অজপাড়াগাঁয়ে এমন একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং পরিচালনার জন্য একজন নারী হিসেবে আমি প্রতিষ্ঠাতাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।